**ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, রবিবার, ০৮ চৈত্র ১৪২১, ২২ মার্চ ২০১৫

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

ওলামায়ে কেরাম,

সুধিমণ্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

১৯৭৫ সালের এইদিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন।

মহান স্বাধীনতার মাস মার্চে আমি জাতির পিতাকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চার নেতাকে, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদকে। স্মরণ করছি দু’লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাঙালি অর্জন করেছে মহান স্বাধীনতা।

সুধিমণ্ডলী,

১৯৭০ এর নির্বাচনের প্রাক্কালে তৎকালীন বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে জাতির পিতা বলেছিলেন, ‘‘আমরা লেবাসসর্বস্ব ইসলামে বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম হযরত রাসূলে করীম (সাঃ)-এর ইসলাম’’।

ইসলাম শান্তি, সৌহার্দ্য, অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মানবতার ধর্ম। অথচ পবিত্র ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি মুক্তিযুদ্ধকে ইসলামবিরোধী যুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অমুসলিম বলে প্রচারণা চালিয়েছিল। হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন চালিয়েছে। আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করেছে মানুষের বসতবাড়ি। যা ছিল সম্পূর্ণভাবে ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী। মানবতার পরিপন্থী।

পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামসদের ইসলাম বিরোধী অপকর্ম একদিকে যেমন ইসলামের মর্যাদাকে বিনষ্ট করেছিল অন্যদিকে অপব্যাখ্যার কারণে ইসলাম সম্পর্কে এদেশের সাধারণ মানুষের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল।

এমনই এক প্রেক্ষাপটে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও মর্মবাণী জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে জাতির পিতা ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন।

ইসলামের প্রচার-প্রসারে জাতির পিতার সাড়ে তিন বছরের সরকারের অবদান সমকালীন মুসলিম বিশ্বে এক বিরল দৃষ্টান্ত। তিনি আইন করে মদ, জুয়া, হাউজি, ঘোড়দৌড় ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করেন। জাতীয় পর্যায়ে ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদ্‌যাপন, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ, বেতার ও টেলিভিশনে দিনের অনুষ্ঠান শুরু ও সমাপ্তিতে কোরআন তেলাওয়াতের ব্যবস্থা গ্রহণ; ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ), শবে কদর ও শবে বরাতে সরকারি ছুটি ঘোষণা; বিশ্ব এজতেমার জায়গা ও কাকরাইল মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য জমি বরাদ্দসহ অসংখ্য কাজ করে গেছেন।

জাতির পিতা ওআইসি সম্মেলনে যোগ দেন এবং একাধিক ধর্মীয় প্রতিনিধিদল সৌদি আরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন। তিনি হজ্জযাত্রীদের জন্য ‘হিজবুল বাহার’ নামে একটি জাহাজ ক্রয় করেন যা পরবর্তীতে জেনারেল জিয়া প্রমোদতরীতে পরিণত করে। জিয়া সরকার মদ ও জুয়ার অবাধ লাইসেন্স প্রদান করে।

সুধিবৃন্দ,

জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর দেশে শুরু হয় হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। অবৈধ সরকারগুলো ইসলামের মর্মবাণী উপেক্ষা করে জঙ্গীবাদের উত্থান ঘটায়। দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আমরা আবার সরকার গঠন করে জাতির পিতার প্রদর্শিত পথে দেশে ইসলামের উন্নয়নে কাজ শুরু করি।

এসময় আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪৩টি জেলা কার্যালয় ও এর সকল জনশক্তিকে রাজস্বখাতে স্থানান্তর করি। ‘ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট’ গঠন করি। বায়তুল মুকাররম মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ কাজ শুরু করি। মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করি। দেশব্যাপী ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করি।

পরে ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় এসে আমাদের নেওয়া উন্নয়ন কর্মকাণ্ডগুলো বন্ধ করে দেয়। দেশে জঙ্গীবাদের উত্থান ঘটায়। আওয়ামী লীগের ২২ হাজার নেতা-কর্মীকে হত্যা করে। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা এবং দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলা চালায়। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর নির্মম নির্যাতন শুরু করে। জামাত নেতাদের গাড়ীতে জাতীয় পতাকা তুলে দেয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে শান্তির ধর্ম ইসলামকে তারা কলুষিত করে।

আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠন করে আবার দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনি। জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করি। জনগণের অধিকার পূণঃপ্রতিষ্ঠা করি।

আমরা গত ছয় বছরে দেশে ইসলামের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। আমাদের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আজ বিশ্বের অন্যতম একটি দ্বীনি ও গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

আমরা দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় ১টি করে মডেল মসজিদ নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করছি। এই মসজিদ কমপ্লেক্সে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ভবনসহ মহিলাদের জন্য পৃথক নামাজ কক্ষ, মুসলিম পর্যটক ও মেহমানদের বিশ্রামাগার, হজ্জ যাত্রীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, ইসলামী সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

আমরা মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। বিএনপি-জামাত জোট এ কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছিল। চলতি বাজেটে মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষার জন্য আমরা ১৫শ কোটি ৫ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা বরাদ্দ দিয়েছি। এরফলে ৭৬ হাজার ৬৬০ জন আলেম-ওলামার কর্মসংস্থান হবে। এদের মধ্যে ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষিত নারী শিক্ষিকাও রয়েছেন। আমরা ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের মূলধন ৩০ কোটিতে উন্নীত করেছি।

আমরা পবিত্র কোরআন-এর ডিজিটাল ভার্সন তৈরি করেছি। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কর্মসংস্থানের জন্য আরবী ভাষা শিক্ষাকোর্সের উপর আমরা গুরুত্ব দিয়েছি। বাংলাদেশে আমরাই প্রথম একটি আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। ইতোমধ্যে এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

আমরা ১ হাজার মাদ্রাসার একাডেমিক ভবন এবং ৮০টি মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করেছি। ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষা সমাপনীতে মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

আমরা বায়তুল মোকাররম মসজিদের সুউচ্চ মিনার নির্মাণ করেছি। মসজিদের সাহানে ২০ হাজার মুসল্লির নামাজের স্থান নির্মান এবং ৫ হাজার ৬০০ জন মহিলার জন্য নামাজ কক্ষ সম্প্রসারণসহ এর ব্যাপক উন্নয়ন করেছি।

চট্টগ্রামে আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ এবং জমিয়াতুল ফালাহ মসজিদকে আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কাছে ন্যস্ত করেছি।

হজ্জ কার্যক্রমকে ডিজিটাল প্রযুক্তির আওতায় আনা হয়েছে। আমরা জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালে প্লাজা ভাড়া নিয়েছি। আশকোনার হজ্জ ক্যাম্পকে সর্বাধূনিক সুযোগ সুবিধায় সজ্জিত করা হয়েছে।

সুধিমণ্ডলী,

আমরা যখন ইসলামের উন্নয়নে কাজ করছি, তখন বিএনপি-জামাত জোট ইসলামের নামে অরাজকতা চালাচ্ছে। এদেশের সরল ও ধর্মপ্রাণ কওমী আলেমদের তারা ব্যবহার করে হেফাজতে ইসলামের নামে তান্ডব চালিয়েছে। পবিত্র কোরআন শরীফ পুড়িয়েছে। মসজিদে আগুন দিয়েছে। আমার বিশ্বাস, কওমী আলেম-ওলামাগণ জামাতের প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির রাজনীতি বুঝতে পেরে বিএনপি-জামাতের ডাকে এখন আর সাড়া দিচ্ছেন না।

গত ৫ জানুয়ারি থেকে বিএনপি নেত্রী জামাতকে সাথে নিয়ে আবার মানুষ হত্যা শুরু করেছে। শিশু, নারী, বৃদ্ধ কেউই রেহাই পাচ্ছেনা। বিশ্ব ইজতেমার সময়ও তারা লাগাতার হরতাল ও অবরোধ দিয়েছে। মুসল্লিদের গাড়ীতে হামলা করেছে। বোমা মেরেছে। অথচ এরা কথায় কথায় ইসলামের শ্লোগান দেয়। এদের কাছে মানুষ নয়, ধর্ম নয়-ক্ষমতাই হচ্ছে শেষ কথা।

শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরাম,

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলামে নাশকতা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কোন স্থান নেই। এই অপশক্তির বিরুদ্ধে আলেম-ওলামা ও ধর্মপ্রাণ জনগণকে সজাগ থাকতে হবে।

আপনারা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে পূনরায় সরকার পরিচালনা করার দায়িত্ব দিয়েছেন। আমাদের সরকার দেশ ও দেশের মানুষের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের রিজার্ভ ২৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,১৯০ মার্কিন ডলারে। ৫ কোটি মানুষ নিম্ন আয়ের স্তর থেকে মধ্য আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্রের হার কমিয়ে ২৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। সরকারি ও বেসরকারি খাত মিলিয়ে আমরা এককোটি মানুষের কর্মসংস্থান করেছি। ২৫ লাখ মানুষের বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। আমরা সকল ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা রুপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ জাতির পিতার সোনার বাংলায় পরিণত করতে সক্ষম হব ইনশাআল্লাহ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রশিখ।প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণ নিজেরা যেমন আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছেন তেমনি তাদের পরামর্শে জনগণও উপকৃত হচ্ছেন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে যে সকল ইমাম জাতীয় ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন এবং শ্রেষ্ঠ ইমাম নির্বাচিত হয়েছেন আমি তাঁদের সাফল্য কামনা করি।

সেই সাথে যেসব শিশু-কিশোররা ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় স্তর পেরিয়ে জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত হয়েছে আমি তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আসুন আমরা ইসলামের মর্মবাণী ধারণ করে সমাজ থেকে অন্ধকার, অশিক্ষা, বিভেদ, হিংসা, হানাহানি, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ নির্মূল করি। আগামী প্রজন্মের জন্য একটি শন্তিময়, নিরাপদ বাংলাদেশ উপহার দেই। মহান আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সহায় হোন।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...